Islami Ain O Bichar
Vol. 21, Issue: 81
January-March. 2025

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2025-05-12
Published: 2025-08-10

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v21i81.292

Application of Ḍarūrah and Ḥājah Principle in Islamic Banking and Finance : A Review

Mohammad Rahmatullah Khandker*

ABSTRACT

Although Islamic banking, established half a century ago, has gained global popularity as an alternative to conventional interest-based banking systems, its share in the international financial market remains below 2%. To compete with the entrenched structures of conventional banking, address emerging challenges, and solve contemporary issues in banking and finance, Islamic banking must adhere to the core principles of Shari`ah while strategically applying the concepts of Ḍarūrah and Ḥājah. Ḍarūrah is primarily employed to resolve existential crises, such as resorting to conventional loans during liquidity shortages—permissible under Shariah if it prevents the collapse of an Islamic financial institution. Conversely, Ḥājah provides pragmatic solutions for urgent needs without violating Shari`ah principles, such as using conventional Nostro accounts for international transactions in the absence of Islamic alternatives. This paper analyzes the role of Ḍarūrah and Ḥājah in Islamic banking and finance. It evaluates their contemporary applications (e.g., stock screening, penalties for loan defaulters, Salam-based financing) and proposes measures to prevent misinterpretations of these principles. Emphasizing the Maqāṣid al-Sharīʻah (higher objectives of Islamic law), the study advocates for developing ideal Islamic financial models (e.g., Mushāraka, Muḍāraba) to ensure the growth, integrity, and fairness of Islamic economics. It highlights the need to build innovative Sharīʻah-compliant financial frameworks rather than relying on dispensations (Rukhsah). Recommendations include strengthening Sharīʻah compliance and oversight, fostering research for new financial products, and raising stakeholder awareness. By balancing principles with practicality, Islamic banking can expand globally while upholding its foundational values of justice, equity, and social welfare.

* Mohammad Rahmatullah Khandker is the Head of the Shariah Secretariat Division at a leading full-fledged Islamic bank in Bangladesh. Email: rahmatullah1066@gmail.com

Keywords: Ḍarūrah, Ḥājah, Islamic Banking, Islamic Finance, Shariah Compliance

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির প্রয়োগ : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

অর্ধশতাব্দী আগে যাত্রা শুরু করা ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বৈশ্বিকভাবে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে এর অংশীদারিত্ব ২% এর নিচে। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামোর সাথে প্রতিযোগিতা, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ব্যাংকিং ও অর্থায়নের নিত্য-নতুন সমস্যা সমাধানে ইসলামী ব্যাংকিংকে শরীআহর মৌল নীতি-পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি ‘দারুরাহ’ ও ‘হাজাহ’ নীতির প্রয়োগও করতে হয়। দারুরাহ মূলত অস্তিত্বগত সঙ্কট মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়; যেমন–তারল্য ঘাটতিপূরণে প্রচলিত ঋণ গ্রহণ শরীআহসম্মত হয় যদি তা ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে পতন থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে, হাজাহ শরীআহর মৌল নীতির পরিপন্থি না হয়ে জরুরি প্রয়োজনে স্বস্তিদায়ক সমাধান দেয়; যেমন–শরীআহসম্মত বিকল্প না থাকায় আন্তর্জাতিক লেনদেনে প্রথাগত নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার। এই গবেষণাপত্রে ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থায়নে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলোর সমসাময়িক প্রয়োগ (যেমন–স্টক স্ক্রিনিং, খেলাপির ওপর জরিমানা আরোপ, সালাম-ভিত্তিক অর্থায়ন) মূল্যায়ন করে ভুল ব্যাখ্যা রোধের পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে। গবেষণায় মাকাসিদ আশ-শরীআহর (শরীআহর লক্ষ্য) আলোকে ইসলামী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, সততা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে ছাড়ের (রুখসাহ) ওপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে মুশারাকা ও মুদারাবার মতো আদর্শিক পদ্ধতি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে–শরীআহ কমপ্লায়েন্স ও তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণ, নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবনে গবেষণা এবং স্টেকহোল্ডারদের সচেতনা বৃদ্ধি। এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ন্যায্যতা, সাম্য ও সমাজকল্যাণের মূলনীতি বজায় রেখে বাস্তবতার সঙ্গে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে বৈশ্বিক প্রসার ঘটাতে সক্ষম হবে।

মূলশব্দ : দারুরাহ, হাজাহ, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থায়ন, শরীআহ পরিপালন

ভূমিকা

প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস পাঁচশত বছরের পুরোনো। আজও এই ব্যবস্থা মুসলিম ও অমুসলিম–উভয় সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় অর্ধশতাব্দীপূর্বে যাত্রা শুরু করা ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক বিশ্বে উল্লেখযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও, বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে এর অংশীদারিত্ব ২% এর

নিচে রয়ে গেছে। ফলে ইসলামী ব্যাংকিংকে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে টেকসই পরিচালনগত কৌশল গ্রহণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় দারুরাহ (মৌলিক প্রয়োজন) ও হাজাহ (সাধারণ প্রয়োজন) নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক পথ। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নানা জটিলতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। শরীআহ বিশেষজ্ঞগণকে ইসলামী শরীআহর আলোকে ব্যাংকিং খাতের বাস্তব প্রয়োজন পূরণের জন্য ফিকহি সমাধান খুঁজতে গিয়ে বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠা এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ‘দারুরাহ’ ও ‘হাজাহ’ নীতি ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য অনেক সহায়ক হয়েছে।

ইসলামী শরীআহ একটি ব্যাপক, নমনীয় ও মানবিক আইনি কাঠামো, যা স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এবং নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদাপ্রস্তুত। এই বাস্তবতায় শরীআহ সমাজের বিকাশ ও মানবিক প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে ‘দারুরাহ’ ও ‘হাজাহ’ নীতির আওতায় কিছু রুখসাহ (ছাড়মূলক বিধান) প্রবর্তন করেছে। এসব নীতির মাধ্যমে শরীআহর মৌলিক উদ্দেশ্য–যেমন কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব, জনস্বার্থ রক্ষা এবং ন্যায়ভিত্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।

ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে শরীআহর লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে লেনদেন সহজ করা, মানুষের ক্ষতি ও কষ্ট দূর করা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে শরীআহ বিশেষজ্ঞগণ দারুরাহ ও হাজাহ-সংক্রান্ত নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্টগুলোর বৈধতা প্রদান করে থাকেন।

প্রাচীন ফকিহগণ শরীআহর উদ্দেশ্যকে কষ্টের মাত্রা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করে ‘দারুরাহ’ বা ‘হাজাহ’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং সেগুলোর ওপর বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তবে এটি পরিষ্কার যে, এই দুটি নীতি সর্বত্র ও সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়; বরং এগুলোর প্রয়োগ নির্ভর করে নির্দিষ্ট শর্ত ও পরিস্থিতির ওপর। তবে বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির অপপ্রয়োগ ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে দারুরাহ ও হাজাহ্‌র মূল ভিত্তি, শর্তাবলি, সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও সম্ভাব্য অপপ্রয়োগ এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

দারুরাহ (জরুরিয়াত): মৌলিক প্রয়োজন

আরবি ‘দারুরাহ’ (ضرورة) শব্দটি এসেছে ‘আল-ইদ্বতিরার’ (الإضطرار) শব্দ থেকে, যার অর্থ: তীব্র প্রয়োজন। আভিধানিকভাবে ‘দারুরাহ’ বলতে বোঝায় মৌলিক প্রয়োজন, জরুরি অবস্থা, আবশ্যকীয় বিষয়াদি বা অপরিহার্য জিনিসপত্র।

ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে, দারুরাহ এমন সংকটাপন্ন পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে সাধারণত নিষিদ্ধ কোনো কাজ শর্তসাপেক্ষে বৈধ হয়ে যায়। এটি ফিকহের একটি মৌলিক নীতির প্রতিফলন:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ

চরম প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে তোলে (Ibn Nujaim 1999, 73)।

‘দারুরাহ’ এমন পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে যেখানে মানুষের জীবন বা মৌলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। অর্থাৎ, এটি এমন এক অবস্থা, যা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ করতে কিংবা কোনো ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগে বাধ্য করে–শুধুমাত্র জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে। এ ছাড়া যেসব বিষয়ের অনুপস্থিতিতে মানুষের জীবন ধ্বংস, বিশৃঙ্খল বা চরম বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, সেগুলোও ‘জরুরিয়াত’ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাচীন ও সমসাময়িক ফকিহগণ দারুরাহর ব্যাখ্যায় ভিন্নতা প্রদর্শন করেছেন–কখনও তা সীমিত, আবার কখনও সাধারণ অর্থে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, ইমাম আল-সুয়ুতি রহ. বলেছেন,

بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام

‘যখন কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে নিষিদ্ধ কিছু গ্রহণ না করলে তার ধ্বংস অনিবার্য বা জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে, তখন হারাম বস্তু গ্রহণ বৈধ হয়ে যায়।’(al-Suyūṭī 1990, 85)

এই সংজ্ঞানুসারে, দারুরাহ হলো এমন এক চরম পর্যায়ের কঠিন পরিস্থিতি, যেখানে শরীআহর বিধানে শিথিলতা সৃষ্টি হয়। কিছু আলেম দারুরাহকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ‘হাজাহ আম্মাহ’ বা সাধারণ প্রয়োজনকেও দারুরাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যখন তা অপরিহার্যতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাঁরা বলেছেন,

خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس أو الغير يقينا أو ظنا إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد

‘দারুরাহ হলো এমন অবস্থা, যেখানে নিজের বা অন্যের জীবন কিংবা পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের (দীন, জীবন, আকল, বংশধারা ও সম্পদ) ওপর ধ্বংস বা ঝুঁকির আশঙ্কা থাকে–হোক তা নিশ্চিতভাবে অথবা প্রবল অনুমানের ভিত্তিতে। এ পরিস্থিতিতে যদি সেই ক্ষতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে তা গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কাকে অনিবার্য করে তোলে।’(Ibn Mubārak 1988, 28)।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, দারুরাহ হলো এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে শরীআহর সাধারণ নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো বিষয় শর্তসাপেক্ষে বৈধতা লাভ করে। অর্থাৎ, এটি এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে জীবন রক্ষা বা গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধে হারাম বস্তু গ্রহণও বৈধ হয়ে পড়ে।

দারুরাহ ইসলামী আইনের একটি যৌক্তিক ও মানবিক বিধান, যা জীবন রক্ষা বা সঙ্কট মোকাবেলায় নিষিদ্ধ বিষয়কে সীমিত পরিসরে ও শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়। এটি ইসলামী শরীআহর ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

মাকাসিদ আশ-শরীআহর পণ্ডিতগণ সেসমস্ত বিষয়কে জরুরিয়াতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যেগুলো পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। ইমাম শাতিবি রহ. জরুরিয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

> فأماالضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة،وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
>
> জরুরিয়াত হলো সেই সব অপরিহার্য বিষয়, যা দীন ও দুনিয়ায় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলো অনুপস্থিত হলে দুনিয়ার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, প্রাণহানি ঘটে এবং আখিরাতে মুক্তি ও পুরস্কার লাভ ব্যাহত হয়'(al-Shāṭibī 1997, 2:17-8)।

আল্লামা ইব্‌ন আশুর রহ. বলেছেন,

> وهي المصالح التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش
>
> জরুরিয়াত হলো এমন কিছু কল্যাণ, যা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে কোনো জাতির জন্য অপরিহার্য। এগুলো বিনষ্ট হলে সমাজের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে এবং জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় (Ibn ʻĀshūr 2011, 300)।

ইব্‌ন আশুরের সংজ্ঞার সারকথা হলো, জরুরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোতে ত্রুটি দেখা দিলে সামাজিক শৃঙ্খলা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এগুলোর কোনো একটি ত্রুটিপূর্ণ হলে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এর অর্থ এই নয় যে, পুরো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে; বরং এর অর্থ হলো, সমাজে অধঃপতন ও পাশবিকতা ছড়িয়ে পড়ে যা পুরো সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে সে সমাজের মানুষের শরীআহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য মোতাবেক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয় না। অবশেষে সমাজের সদস্যগণ পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সহজ কথায়, জরুরিয়াত বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যার ওপর মানবজীবনের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষায় এগুলোর উপস্থিতি অপরিহার্য। যদি এগুলো হারিয়ে যায়, তাহলে জীবনের শৃঙ্খলায় ব্যত্যয় ঘটে।

দারুরাহ সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি

ইসলামী শরীআহ একটি গতিশীল আইনি কাঠামো হিসেবে সমাজের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা ও ব্যবসায়িক পরিবেশকে বিবেচনায় রাখে। এই কারণে, বিশেষ

পরিস্থিতিতে শরীআহর কাঠমোর মধ্য থেকে দারুরাহ ও হাজাহ নীতি অনুসরণ করা যায়। এ জন্য ফকিহগণ জরুরি প্রয়োজন নিরূপণের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন আইনি মূলনীতি (legal maxims) প্রণয়ন করেছেন।

তবে লক্ষণীয়, ইসলামী আইনে দারুরাহ ও হাজাহর ধারণা মূলত ব্যক্তি-পর্যায়ে প্রযোজ্য হিসেবে আলোচিত হয়েছে। এ কারণে কিছু আলেম মনে করেন যে, প্রয়োজনভিত্তিক ছাড়ের এই নীতিমালা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো আইনি সত্তার (legal entities) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের যুক্তি হলো–শরীআহ উৎসসমূহে ছাড় বা রুখসাহ সাধারণত ব্যক্তির (nafs) শারীরিক কষ্ট বা প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে অনুমোদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, আইনি সত্তাসমূহের সমস্যা সাধারণত সম্পদ বা আর্থিক ক্ষতিসংক্রান্ত, যেখানে শরীআহর রুখসাহ প্রযোজ্য নয়।

AAOIFI শরীআহ স্ট্যান্ডার্ডে এমন কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ ছাড় (exceptional concessions) প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আইনি সত্তা হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য শরীআহ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দারুরাহ নীতি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ফিকহের একটি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি হলো:

> الْحَاجَة تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً
>
> হাজাহ বা প্রয়োজন–তা সাধারণ হোক বা বিশেষ–দারুরাহর মর্যাদা লাভ করতে পারে (al-Zuḥaylī 1985, 68)।

এ থেকে বোঝা যায়, যেকোনো বৈধ সামাজিক প্রয়োজন অপরিহার্যতার মর্যাদা পেতে পারে। ফলে আইনি সত্তা এ ধরনের প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, শরীআহসম্মত বীমা (তাকাফুল) একটি সামাজিক প্রয়োজন, যার জন্য তাকাফুল প্রতিষ্ঠান গঠন অপরিহার্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সচল রাখতে রি-ইন্স্যুরেন্স প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি শরীআহসম্মত রি-তাকাফুল কোম্পানি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে AAOIFI একটি অন্তবর্তী সমাধান হিসেবে প্রচলিত রি-ইন্স্যুরেন্স ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে–জরুরি সামাজিক প্রয়োজনকে দারুরাহ হিসেবে বিবেচনা করে (AAOIFI 2023, 1056)।

এখানে মনে রাখা দরকার, দারুরাহ একটি আপেক্ষিক ধারণা–যা নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ বা পূর্বানুমান করা যায় না, কারণ এর নির্ধারক উপাদানগুলো সময় ও পরিস্থিতি ভেদে পরিবর্তিত হয়। তাই শরীআহ বিশেষজ্ঞগণ দারুরাহ-ভিত্তিক ছাড় অনুমোদনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছেন, যাতে ব্যক্তির খেয়ালখুশি বা সুযোগসন্ধানী মনোভাব নয়-বরং প্রকৃত প্রয়োজন, জীবন রক্ষা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুখ্য হয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত শর্তাবলি তুলে করা হলো:

- **জরুরি প্রয়োজনটি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হওয়া**

দারুরাহ্‌র ভিত্তিতে কোনো নিষিদ্ধ কাজ বৈধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনটি অবশ্যই বাস্তব, প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক হতে হবে। এমন ইঙ্গিত থাকা চাই যে, ছাড় প্রদান না করলে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হবে। শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কোনো অনুমানের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ কাজ বৈধ করা যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, দূরের আকাশে কালো মেঘ দেখে সম্ভাব্য ঝড়ের আশঙ্কায় জাহাজের মালপত্র আগেভাবে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া বৈধ নয়। কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষে ঝড় শুরু হয়ে যায় এবং মালপত্র ফেলে দিলে যাত্রীদের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়, তখন তা জায়েয হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন-ভিত্তিক ছাড়ের একটি উদাহরণ হলো 'দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার' বাধ্যতামূলক করা। অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে, ইসলামী শরীআহতে দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার (bilateral promise) সাধারণত বাধ্যতামূলক নয়। তবে AAOIFI স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা ও রীতির কারণে যদি কোনো লেনদেনে দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকারকে বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য হয়, তাহলে ওই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ব্যতিক্রম অনুমোদিত হতে পারে। বিশেষ করে, যেসব পরিস্থিতিতে বিক্রেতার হাতে পণ্যের মালিকানা না থাকার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, অথচ আইনগতভাবে অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রথার কারণে উভয় পক্ষকে ভবিষ্যতে চুক্তি বাস্তবায়নের সাধারণ প্রয়োজনীয়তা (حاجة عامة) থাকে–সেক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকারকে বাধ্যতামূলক করা বৈধ হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে লেটার অব ক্রেডিট (L/C) খোলার সময় একটি অঙ্গীকার দিতে হয়। এই অবস্থায়, যদি প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রথা বা বাণিজ্যিক বাস্তবতার কারণে উভয় পক্ষের জন্য অঙ্গীকার পালন করা বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে (AAOIFI 2023, 1217)।

- **দারুরাহ্‌র অনুমতি 'প্রয়োজন ও সময়' দ্বারা সীমাবদ্ধ**

দারুরাহ্‌র কারণে প্রাপ্ত রুখসাহ বা ছাড় চিরস্থায়ী নয়; বরং এটি সময়সাপেক্ষ ও প্রয়োজনের পরিসরেই সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রয়োজন শেষ হলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ছাড়ের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে একটি মৌলিক ফিকহি নীতি হলো:

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُورَةِ بَطَلَ بِزَوَالِهَا

> 'আবশ্যকীয় প্রয়োজনের খাতিরে যা অনুমোদিত, প্রয়োজন শেষে তা বাতিল হয়ে যায়।'(Laldin et al. 2020, 97)

একইভাবে তীব্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে কাজ করা বা বর্জন করার বৈধতা দেওয়া

হয়েছে, তার বৈধতা প্রয়োজন পরিমাণে সীমিত থাকবে, প্রয়োজন পরিমাণের সীমালঙ্ঘন করবে না। এ বিষয়ের ফিকহি মূলনীতি হলো :

الضَّرُورَاتُ تَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

> তীব্র প্রয়োজন তার চাহিদার পরিমাণে সীমিত থাকবে (Ibn Nujaim 1999, 78)।

এ কারণেই AAOIFI স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, সহজতর সমাধান খুঁজতে গিয়ে 'ফিকহি রুখসাত' বা ছাড়কে সর্বদা ফাতওয়ার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল গবেষণা ও সঠিক প্রমাণের ভিত্তিতে 'ফিকহি রুখসাত'-কে প্রাধান্য দেওয়ার মতো কারণ পাওয়া যায়- তবেই একমাত্র 'রুখসাত'-কে ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে (AAOIFI 2023, 766)।

উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সুদভিত্তিক লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ বা নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে AAOIFI শরীআহ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, 'জরুরি প্রয়োজনে' অনুমোদনযোগ্য নয় এমন লেনদেন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিলম্ব গ্রহণযোগ্য। এতে বলা হয়েছেঃ রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যেসব শরীআহ অননুমোদিত লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে অনতিবিলম্বে তা থেকে মুক্ত হতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় (জরুরিয়াত) ও প্রয়োজনীয় (হাজিয়াত) চাহিদা ছাড়া এ জাতীয় লেনদেন পরিত্যাগে বিলম্ব করা বৈধ নয়। ব্যাংক ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের স্থবিরতা এড়ানোর জন্য ব্যাংকের বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে (AAOIFI 2023, 164)।'

একইভাবে দারুরাহ্‌র কারণে ছাড়কে তার প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং এটিকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত না করার ব্যাপারে AAOIFI স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে:

> 'তাওয়াররুক কোনো অর্থায়ন বা বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এর বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক হলো-কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য তারল্য সরবরাহের উপায় হিসেবে তাওয়াররুকের চর্চা না করে মুদারাবা, বিনিয়োগ এজেন্সি, বিনিয়োগ সুকুক ইস্যুকরণ ও বিনিয়োগ মূলধনের মতো প্রভৃতি খাতকে ব্যবহার করে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করা। এটা কেবল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেমন–তারল্য সংকট কিংবা তারল্য নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং গ্রাহকের ক্ষতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের স্থবিরতা মুক্ত রাখার জন্য চর্চা করা উচিত হবে (AAOIFI 2023,784)।'

- **বৈধ বিকল্পের অনুপস্থিতি**

জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য যদি কোনো বৈধ বা হালাল বিকল্প না থাকে, তখনই নিষিদ্ধ কাজ সাময়িকভাবে অনুমোদিত হতে পারে। তবে যদি কোনো হালাল বিকল্প পাওয়া যায়, তাহলে হারাম কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত ক্ষুধায় যদি জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দেয় এবং হালাল খাদ্য না পাওয়া যায়, তাহলে তখন হারাম খাদ্য গ্রহণ করা বৈধ হবে−শুধুমাত্র জীবন রক্ষার প্রয়োজন মেটানোর সীমায়। এর দলিল হিসেবে কুরআনের নিচের আয়াতটি উল্লেখযোগ্য:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য বিশদভাবে বাতলে দেয়া হয়েছে, তবে নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র (al-Qur'ān, 6 : 119)।

উদাহরণস্বরূপ, AAOIFI কিছু নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে তাকাফুল কোম্পানিগুলোকে প্রচলিত রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে পুনর্বীমা করতে অনুমতি দিয়েছে−একটি অস্থায়ী ও পরিবর্তনকালীন বিকল্প হিসেবে। এই অনুমতির অন্যতম শর্ত হলো, তাকাফুল কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই প্রথমে ইসলামী পুনর্বীমা কোম্পানির সাথে পুনর্বীমা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে (AAOIFI 2023, 1058)। সুতরাং, শরীআহসম্মত বিকল্প অনুপস্থিত থাকলেই কেবলমাত্র প্রচলিত পদ্ধতির দিকে যাওয়ার এই ছাড় বৈধ বিবেচিত হবে।

- **ন্যূনতম ক্ষতি অবলম্বন**

যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে একাধিক নিষিদ্ধ বিকল্পের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না, তখন শরীআহ অনুযায়ী সবচেয়ে কম ক্ষতিকর বিকল্প অবলম্বন করতে হবে। এ অবস্থায় নিরুপায় ব্যক্তিকে এমন বিকল্প গ্রহণ করতে হবে যা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে আরো একটি মূলনীতি হলো−ক্ষতি প্রতিরোধ করা নিয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে, তা প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন ক্ষতির তুলনায়, যার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ, সর্বসম্মতভাবে ক্ষতিকর বিষয়ের প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়াও দারুরাহ্‌র ভিত্তিতে কোনো নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি তখনই দেওয়া যেতে পারে, যখন এর মাধ্যমে যে কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যাবে তা সম্ভাব্য ক্ষতির তুলনায় অধিক হওয়ার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকে।

- **বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত**

জরুরি পরিস্থিতির যথার্থতা নির্ধারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সমাধান নির্ধারণে সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো রোগীর তীব্র ব্যথা প্রশমনের জন্য মরফিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও সঠিক মাত্রা নির্ধারণ কেবল একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেই করা সম্ভব।

- **সামাজিক প্রয়োজনে সরকারের এখতিয়ার**

ব্যাপক জনস্বার্থে কোনো নিষিদ্ধ কাজকে সাময়িকভাবে বৈধ করার নিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ব্যক্তির নয়, বরং কেবল রাষ্ট্র বা সরকারের। ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ শরীআহ অনুযায়ী অনুমোদিত নয়।

উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো নিষিদ্ধ পন্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা জনগণের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা বা বৃহত্তর স্বার্থে হয়।

- **অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করা**

কিছু কাজ আছে যা কোনো অবস্থাতেই বৈধ না−যেমন, নিরপরাধ মানুষ হত্যা। শরীআহর দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের জীবন সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন; তাই একজনের জীবন রক্ষার্থে আরেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মূলনীতি হলো :

الاضْطِرَارُ لَا يُبْطِل حَقَّ الْغَيْرِ

তীব্র প্রয়োজন হলেও অন্যের অধিকার বাতিল হয় না (Āl Būrnū 1996, 244)।

যদিও কখনো কখনো তীব্র প্রয়োজন শরীআহর কিছু বিধান সাময়িকভাবে পরিবর্তনের সুযোগ দেয়−যেমন, চরম ক্ষুধায় হারাম হওয়া সত্ত্বেও মৃত পশুর গোশত খাওয়া বৈধ হয়; কিন্তু এই প্রয়োজনের অজুহাতে অন্যের হক নষ্ট করা বৈধ নয়। কারণ, এতে একজনের ক্ষতির বিনিময়ে আরেকজনের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করা হয়, যা শরীআহ অনুযায়ী বৈধ না।

এ মূলনীতির আলোকে একটি বাস্তব মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি চরম ক্ষুধায় অপারগ হয়ে অন্যের খাবার খেয়ে ফেলে, তাহলে তা মূল্যসদৃশ বস্তু হলে তার মূল্য পরিশোধ, আর নমুনাসদৃশ বস্তু হলে তার সমপরিমাণ বস্তু ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ, প্রয়োজনের তাড়নায় খাওয়া বৈধ হলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

দারুরাহ-ভিত্তিক ছাড় (রুখসাহ)-এর প্রভাব

- **নিষিদ্ধকে সাময়িক বৈধতা প্রদান**

দারুরাহ বা চরম প্রয়োজন দেখা দিলে কিছু নিষিদ্ধ কাজ সাময়িকভাবে বৈধ হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তি শরীআহ অনুযায়ী শাস্তি বা জবাবদিহি থেকে মুক্ত থাকে। কারণ কাজটি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়।

- **মূল হুকুম অপরিবর্তিত থাকে**

যদিও জরুরি পরিস্থিতিতে কিছু নিষিদ্ধ কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তথাপি ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী সেই কাজের মৌলিক নিষিদ্ধতা বজায় থাকে। অর্থাৎ, সাধারণ পরিস্থিতিতে ওই কাজ হারামই থাকে; কেবলমাত্র চরম প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে ব্যতিক্রম হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ক্ষমাশীলতার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

দারুরাহ নীতি প্রয়োগের শারঈ প্রামাণিকতা

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দারুরাহ নীতির পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহী মূলনীতি থেকে দলীল উপস্থাপন করা হল:

এক. আল-কুরআন

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু(al-Qur'ān, 2 : 173)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

তবে কেউ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(al-Qur'ān, 5 : 3)।

এছাড়াও ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য বিশদভাবে বাতলে দেয়া হয়েছে, তবে নিরুপায় হলে তা ভিন্ন (al-Qur'ān,6 : 119)।

দুই. আস-সুন্নাহ

আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو رخص - للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ির ইবনু আওয়াম ও আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা. কে তাদের চর্ম (এলার্জি) রোগের দরুন রেশমি বস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন (Muslim ND, 2076)।

ফুজায়'উল আমিরি রা. হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمِيتَةِ؟ قَالَ: «مَا طعامُكم؟» قُلنا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ: قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ: «ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ» فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الحالِ

একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের পক্ষে মৃত (প্রাণী) খাওয়া কখন হালাল হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের খাদ্য কী পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, গাবুক ও সাবুহ। বর্ণনাকারী আবু নুআয়ম বলেন, উকবাহ্ আমাকে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : (গাবুক) সকালে এক পেয়ালা এবং

(সাবুহ) বিকালে এক পেয়ালা দুধ। এ কথা শুনে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পিতার কসম! এ খাদ্যতো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন (Abū Dāwūd Nd, 3817)।

জাবের বিন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ أهلَ بَيتٍ كانوا بالحَرَّةِ مُحتاجينَ، قال: فَماتَتْ عِندَهُم ناقةٌ لَهم أو لِغيرِهِم، فرَخَّص لَهُم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم في أَكلِها، قال: فَعصَمَتْهم بَقيَّةَ شِتائِهم أو سَنتِهم.

হাররা এলাকার একটি পরিবার প্রচণ্ড অনাহারে ক্লিষ্ট ছিল। তাদের নিকটেই তাদের বা অন্যদের মালিকানাধীন একটি উটনী মারা গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তা খাওয়ার অবকাশ দিলেন। জাবের বলেন, পরে এ উটনী বাকি শীতকাল বা বাকি বছর তাদের প্রাণ রক্ষা করেছিল (Ibn Ḥanbal 2001, 20815)।

তিন. ফিকহি মূলনীতি

- মূলনীতি নং - ১: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

অর্থাৎ, দারুরাহ বা তীব্র প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে দেয় (Ibn Nujaim 1999, 73)। এ মূলনীতির সারকথা হলো, ইসলামী শরীআহ যেসব বিষয়কে স্বাভাবিক অবস্থায় নিষিদ্ধ বা হারাম সাব্যস্ত করেছে, তীব্র প্রয়োজনে সেগুলোকে সাময়িকভাবে মুবাহ ঘোষণা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, দারুরাহ্‌র প্রেক্ষাপটে শরীআহ ওই কাজের অনুমতি বা অবকাশ প্রদান করে।

- মূলনীতি নং- ২: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ।

অর্থাৎ, কষ্ট সহজতা আনয়ন করে (al-Suyūṭī 1990, 76)। এই ফিকহি মূলনীতির মূলকথা হলো, যখন কোনো কাজ বা পরিস্থিতিতে কষ্ট বা জটিলতা সৃষ্টি হয়, তখন ইসলামী শরীআহ সহজতার পথপ্রদান করে। ইসলামী শরীআহর অন্যতম লক্ষ্য হলো মানবজীবনে সহজতা নিশ্চিত করা এবং অযথা কষ্ট আরোপ না করা। এই নীতির আলোকে, কোনো আমল বা বিধান পালন করতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত কষ্ট, সমস্যা বা অনিরাপত্তা দেখা দেয়, তবে শরীআহ সেই ক্ষেত্রে সহজ ও বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের অনুমতি দেয়।

এ মূলনীতির ভিত্তি হলো, আল-কুরআনের বাণী 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না (al-Qur'ān, 2 : 185)।' এবং 'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (al-Qur'ān, 22 : 78)।'

- মূলনীতি নং- ৩: الضَّرَرُ يُزَالُ।

ক্ষতি অবশ্যই দূর করতে হবে (Ibn Nujaim 1999, 94)। এই নীতির মূল কথা হলো কোনো কাজ ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হলে তা পরিহার করতে হবে। কেননা, ইসলামী শরীআহর প্রতিটি বিধান প্রণীত হয়েছে মানুষের ক্ষতি দূর করা এবং কল্যাণ সাধন করার জন্য।

এই মূলনীতির সঠিক প্রয়োগ শরীআহর উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ অর্জনে সহায়ক হয়, যা হলো মানুষের জীবনের মৌলিক দিকগুলো-দীন, জীবন, বংশধারা, আকল ও সম্পদ-যেকোনো ধরনের ক্ষতি থেকে প্রতিরোধ করা।

এই নীতির ভিত্তি হলো একটি প্রসিদ্ধ হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে,

> لا ضرر ولا ضِرار
>
> নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অবকাশ নেই (Ibn Ḥanbal 2001, 2865)।

এই মূলনীতির আওতায় ক্ষতির পথ রোধ করার একটি উদাহরণ হলো, কেনাবেচার পর পণ্যের মধ্যে দোষ-ত্রুটি দেখা গেলে কেনাবেচা চুক্তি রক্ষা করা বা না করার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকার থাকবে। একইভাবে পণ্য দেখা পর্যন্ত কেনাবেচা চুক্তি স্থগিত রাখার বিধান উদ্ভাবন করা হয়েছে ক্রেতাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে দারুরাহ নীতির প্রয়োগ

নিম্নে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে দারুরাহ নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

- **তারল্য সংকট মোকাবেলায় প্রচলিত ঋণ গ্রহণ**

রিবা বা সুদের আদান-প্রদান কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সুস্পষ্টভাবে হারাম। তবে কোনো ইসলামী ব্যাংক যদি গুরুতর তারল্য সংকটে পতিত হয়ে ধসের সম্মুখীন হয় এবং শরীআহসম্মত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ বিশেষ পরিস্থিতিতে বৈধ হতে পারে। অবশ্যই এই ঋণ শুধুমাত্র ঘাটতি পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে (Laldin et al. 2020, 103)।

দারুরাহ ও হাজাহ নীতির প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফকিহ ড. ওয়াহবাহ আল-যুহাইলি রহ. উল্লেখ করেন যে, শরীআহর নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে এই নীতির আওতায় সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ কিছু ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এখনও পর্যন্ত এমন কোনো বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়নি যেখানে শরীআহসম্মতভাবে দারুরাহ্ ও হাজাহ্র সকল শর্ত পূরণ হয়েছে। তিনি বলেছেন:

> ولا يرخص بالربا إلا في حال الضرورة القصوى من ير تفرقة بين البلاد الإسلامية وغيرها، والضرورة هي التي يترتب على مخالفتها خطر، يقينا أو بغلبة الظن، وتوافر هذا المعنى محدود أو نادرا جدا. والحاجة العامة هي التي يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة أو صعوبة، وهذا المعنى إذا توافر للجماعة.
>
> جاز الترخيص واقتراض المال بالربا، لدفع الضرر، ورفع المشقة، أما الحاجة الخاصة فيراد بها حاجة طائفة أو فئة كالتجار مثلا أو أقلية متضررة في بلد إسلامي أو غير إسلامي. ولا نجد إلى الآن توافر معنى الضرورة أو الحاجة العامة.
>
> রিবা (সুদভিত্তিক ঋণ) গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীআহসম্মত রুখসাহ বা ছাড় কেবল চরম দারুরাহ্র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য–তা মুসলিম বা অমুসলিম দেশ যেটাই হোকনা কেন। এখানে'দারুরাহ' বলতে এমন অবস্থা বোঝায়, যার অবসান না হলে নিশ্চিতভাবে বা প্রবল ধারণায় বড় ধরনের ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা থাকে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরল। অপরদিকে, 'সাধারণ হাজাহ' হলো এমন প্রয়োজন, যার উপেক্ষায় দুর্ভোগ ও কষ্ট সৃষ্টি হয়। এই প্রয়োজন যদি সমষ্টিগতভাবে বিদ্যমান হয়, তবে ক্ষতি প্রতিরোধ ও কষ্ট লাঘবে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ বৈধ হতে পারে। আর 'বিশেষ হাজাহ' বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রয়োজন, যেমন ব্যবসায়ী বা কোনো দেশে বসবাসরত বিপদগ্রস্ত সংখ্যালঘু। তবে এখনও পর্যন্ত শরীআহসম্মতভাবে দারুরাহ বা সাধারণ হাজাহ্র শর্তপূরণের কোনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি (al-Zuḥaylī 2006, 261)।

অন্যদিকে, IFSB Working Paper Series- এ উল্লেখ করা হয়েছে:কোনো আন্তর্জাতিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (IIFS) কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক জরুরি ঋণ সুবিধা গ্রহণ (যেমনঃ Lender of Last Resort-LOLR) বা বিতর্কিত চুক্তিভিত্তিক জরুরি ঋণগ্রহণ (যেমনঃ *Shari`ah*-Compliant Lender of Last Resort-SLOLR) দারুরাহ ও হাজাহ নীতির শরঈ মানদণ্ড পূরণ করে। কারণ, তরল্য সংকটের কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পতনের ফলে যে আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে, তা সুদভিত্তিক ঋণগ্রহণের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি। এ ছাড়া, সম্পদ সংরক্ষণ শরীআহর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, যা দারুরাহ্র পরিপন্থি নয়। এই পদক্ষেপ মাকাসিদ আশ-শরীআহর 'ক্ষতি প্রতিরোধ'(دفع الضرر) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Chattha & Abdul Halim 2014, 24)।

ফকিহগণের মধ্যে যারা রিবাভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকের সাথে লেনদেনের অনুমতি দেন এবং যারা নিষেধ করেন–উভয় পক্ষের যুক্তি আলোচনার পর ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি নিম্নোক্ত দিকটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন:

> যদি রিবাভিত্তিক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন 'দারুরাহ' বা 'সাধারণ হাজাহ' নীতির শরীআহসম্মত শর্তাবলি পূরণ করে, তাহলে তা বৈধ হতে পারে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরল এবং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনাকে তার নিজস্ব পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিকতার আলোকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে (al-Zuḥaylī 2006, 262)।

- **জরুরি চিকিৎসায় সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ**

কোনো ব্যক্তি যদি জীবননাশের ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত হন এবং অস্ত্রোপচারের জন্য শরীআহসম্মত ভাবে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ না থাকে, তবে এমন জরুরি অবস্থায় তার জন্য প্রচলিত সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা বৈধ হতে পারে। ইসলামী শরীআহর একটি

লক্ষ্য হলো 'হিফয আন-নফস' বা জীবন সংরক্ষণ। জীবন রক্ষার প্রয়োজনে, যখন শরীআহসম্মত কোনো বিকল্প উপায় না থাকে, তখন সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে অনুমোদিত হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

যে ব্যাপারে তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও তা ধর্তব্য নয় (al-Qur'ān, 6 : 119)।

এই বিষয়ে ইসলামী গবেষণা পরিষদ, কায়রোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলনে সুদ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত হলো:

> الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة . وكل امري متروك لدينه في تقدير ضرورته
>
> সুদে ঋণ দেওয়া হারাম; কোনো হাজাহ বা দারুরাহ একে বৈধ করে না। সুদে ঋণ নেওয়াও হারাম, তবে চরম জরুরি অবস্থায় এর গুনাহ মাফ হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় বিবেচনায় দারুরাহ বা নিরুপায় অবস্থার বিচার করতে হয় (al-Qarḍāwī 1994, 130)।

সুতরাং, শরীআহসম্মত উপায়ে অর্থ সংগ্রহের সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে এবং জীবন রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে, তখন সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ অনুমোদিত হতে পারে।

- **সুদভিত্তিক ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা**

সাধারণভাবে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সুদভিত্তিক ব্যাংকে যেকোনো ধরনের হিসাব খোলা ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী হারাম এবং গোনাহের কাজ। কারণ এটি সুদি কার্যক্রমে সহযোগিতা করার নামান্তর, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নিষিদ্ধ। তবে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে অর্থ সংরক্ষণের কোনো নিরাপদ বিকল্প না থাকে–যেমন, কোনো দেশে ইসলামী ব্যাংক না থাকা বা বাস্তবিক ডাকাতি বা চুরির আশঙ্কা থেকে সম্পদ রক্ষা জরুরি হয়ে পড়ে–তখন নিরুপায় অবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা এবং অর্থ জমা রাখা বৈধ হতে পারে।

তবে এতে কোনো সুদ প্রাপ্ত হলে তা নিজের জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। বরং ওই অর্থ শরীআহসম্মতভাবে দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফাতওয়া বোর্ড 'আল-লাজনাতুদ দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইফতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে:

> إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم، لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
>
> সুদভিত্তিক ব্যাংকে সুদের বিনিময়ে তলবি বা মেয়াদি হিসাব খোলা হারাম। এমনকি সুদ গ্রহণ না করেও সুদভিত্তিক ব্যাংকে অর্থ জমা রাখাও হারাম–যদি সেই ব্যাংক তাদের জমাকৃত অর্থ সুদি লেনদেনে ব্যবহার করে। কারণ, এতে সুদি কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয় এবং সেইকাজ সম্প্রসারণে সাহায্য করা হয়। তবে যদি কেউ চুরি বা অর্থ হারানোর আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে এমন অবস্থায় পড়ে, যেখানে সুদভিত্তিক ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো নিরাপদ উপায় নেই, তা হলে এ অবস্থায় দারুরাহ তথা চরম প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেখানে অর্থ জমা রাখার অনুমতি (রুখসাহ) থাকতে পারে (al-Tamīmī 1426H, 58)।

সুতরাং, সাধারণ পরিস্থিতিতে সুদভিত্তিক ব্যাংকে হিসাব খোলা শরীআহসম্মত নয়। তবে নিরুপায় অবস্থায় রুখসাত রয়েছে, যার সীমা ও প্রয়োগের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

হাজাহ (হাজিয়াত) : সাধারণ প্রয়োজন

আল-হাজাহ (الحاجة) আরবি শব্দের অর্থ হলো চাহিদা, প্রয়োজন বা অভীষ্ট বস্তু। এটি এমন প্রয়োজন যা পূরণ না হলে মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন কঠিন ও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে–যদিও তা জীবনহানিকর বা অস্তিত্ব সংকটময় পর্যায়ে পৌঁছায় না। অর্থাৎ, হাজাহ এমন প্রয়োজন যা পূরণ হলে সঙ্কট ও দুর্দশা লাঘব হয়, কিন্তু এই প্রয়োজন উপেক্ষিত হলে পরিস্থিতি ক্রমে চরম প্রয়োজন বা দারুরাহতে পরিণত হতে পারে।

হাজাহ হলো এমন মাসলাহা বা কল্যাণ, যা মানুষের জীবনে কষ্ট, সংকট ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে সাহায্য করে। এই প্রয়োজনীয়তা পূরণ না হলেও সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে পড়ে না, তবে মানুষ দুঃখ-কষ্টের শিকার হয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অপরদিকে, দারুরাহ হলো সেই স্তরের চাহিদা বা প্রয়োজন, যা পূরণ না হলে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও ধ্বংসে পতিত হতে পারে। ইমাম শাতিবি রহ. বলেছেন,

> الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقةلفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة.
>
> হাজিয়াত হলো এমন বিষয়, যেগুলোর মাধ্যমে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং সংকট, কষ্ট ও সমস্যা লাঘব হয়। এগুলো উপেক্ষিত হলে মানুষের জীবনে অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি হয়, যদিও তা জনকল্যাণের ব্যাপক বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছায় না (al-Shāṭibī 1997, 2:21)।

সহজ কথায়, যেগুলোর প্রতি মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজন রয়েছে এবং এগুলোর বিধান প্রদানের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কষ্ট ও সমস্যা দূর করা। তবে এগুলোর অনুপস্থিতিতে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু জরুরিয়াতের অনুপস্থিতির মতো জীবনের পূর্ণ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় না।

হাজাহ বিবেচনার শর্তাবলি

ইসলামী শরীআহ শুধুমাত্র প্রকৃত প্রয়োজন বা চরম দুর্দশার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কিছু বিষয়ে সীমিত ও শর্তসাপেক্ষে ছাড় প্রদান করে। শরীআহর মূল বিধানকে উপেক্ষা করে যেকোনো প্রয়োজন বা সুবিধার অজুহাতে নিষিদ্ধ কাজের বৈধতা দেওয়া হয় না। হাজাহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হয়। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **মাকাসিদ আশ-শরীআহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া**

প্রয়োজনটি অবশ্যই মাকাসিদ আশ-শরীআহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান লাভের ইচ্ছা একটি বৈধ প্রয়োজন হলেও তা যদি মানব ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়, তাহলে তা বৈধ নয়। কেননা, এটি বংশধারা ও সামাজিক কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

- **চরম কষ্ট বা অসহনীয় অবস্থার উপস্থিতি**

হাজাহ্র ভিত্তিতে ছাড় তখনই বৈধ হয়, যখন তা বাস্তবিকভাবে সহনযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করে। অর্থাৎ, 'প্রয়োজনটি এমন অসহনীয় কষ্ট বা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। যেমন, সাধারণ কষ্ট বা সামান্য ক্লান্তিতে ফরজ রোজা ভঙ্গের অনুমতি দেয় না। কিন্তু জীবনহানির আশঙ্কা থাকলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। সুতরাং, সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করলেই কেবল ব্যতিক্রম প্রযোজ্য।

- **দৃঢ় ধারণা বা বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা**

ছাড়ের ভিত্তি হতে হবে বাস্তবতা ও নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাসের ওপর। অনুমাননির্ভর বা সন্দেহভিত্তিক প্রয়োজন হাজাহ্র পর্যায়ে পড়ে না। অর্থাৎ, প্রয়োজনটি বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। যেহেতু হাজাহ্র বিধান একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম (রুখসাহ), যা নিশ্চিত বা প্রায়-নিশ্চিত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, কোনো রোগী যদি রোজা রাখলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে রোজা ভঙ্গ করতে পারবে।

- **প্রয়োজন পূরণের বিকল্প অনুপস্থিতি**

এ কথা নিশ্চিত হতে হবে যে, শরীআহ অনুমোদিত পদ্ধতি দ্বারা প্রয়োজনটি পূরণ বা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অর্থাৎ, হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থা ব্যতীত কোনো বিকল্প না থাকা। যেমন, প্রাণ বাঁচাতে হারাম খাদ্য গ্রহণ তখনই বৈধ যখন হালাল খাদ্য একেবারে অনুপস্থিত।

- **সীমিত ও সাময়িক প্রয়োগ**

হাজাহ্র ভিত্তিতে ছাড় অস্থায়ী এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনের পরিমাণেই সীমাবদ্ধ। প্রয়োজন শেষ হলে হাজাহ্র বিধান প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই হাজাহকে শরীআহর বিধান পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

হাজাহ্র দলিল-প্রমাণ

শরীআহর বিধানে হাজাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে কুরআন, হাদীস ও ফিকহি মূলনীতির আলোকে হাজাহ্র স্বীকৃতি তুলে ধরা হলো :

- **আল-কুরআন**

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি(al-Qur'ān, 22 : 78)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না(al-Qur'ān, 2 : 185)।

এ আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে শরীআহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য সহজতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং কঠোরতা ও দুর্ভোগ দূর করা।

- **আস-সুন্নাহ**

আর্থিক লেনদেন ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজন এমনভাবে হাজির হয়, যা কুরআন-সুন্নাহ্র মৌলিক নীতির পরিপন্থি হলেও, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে শরীআহ তা বৈধতা দেয়। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাই সালাম বা সালাফ।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, বিক্রির পূর্বে পণ্যের অস্তিত্ব থাকা জরুরি। কিন্তু বাই সালাম বা অগ্রিম ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য আগে পরিশোধ এবং পণ্য পরে সরবরাহ করা হয়, অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকে না। এটি ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تبع ما ليس عندك

যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না (Abū Dāwūd Nd, 3504)।

ক্রয়-বিক্রয়ের এই নীতি অনুযায়ী বাই সালাম বৈধ হওয়ার কথা না। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করা হলে মানুষের জীবন কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বাই সালাম বা অগ্রিম ক্রয় শরীআহতে বৈধ করা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে চুক্তির সময় পণ্যের অস্তিত্ব থাকে না। যেমন ইব্ন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলে লোকেরা খেজুরের ক্ষেত্রে এক বছর ও দুই

বছরের জন্য সালাফ (বাই সালাম) করত (রাবি ইসমাইল সন্দেহ করে বলেন, দুই বা তিন বছরের মেয়াদে)। তিনি ﷺ বললেন, 'খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে (al-Bukhārī 1422H, 2239)।'

- **ফিকহি মূলনীতি**

একটি গুরুত্বপুর্ণ ফিকহী মূলনীতি হল:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

হাজাহ বা প্রয়োজন, তা সাধারণ হোক বা বিশেষ, দারুরাহ্‌র মতো বিবেচিত হয় (al-Suyūṭī 1990, 88)।

এ মূলনীতির সারমর্ম হলো, যখন কেউ এমন কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়, যা পূর্ণ করা ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না, তখন তা দারুরাহ বলে সাব্যস্ত করা হবে। আর দারুরাহ হলো এক নিরুপায় অবস্থা যে, তার কারণে এমন বিষয় বৈধ হয়ে যায়, যা পূর্বে বৈধ ছিল না। যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ দারুরাহর কারণে। তেমনিভাবে হাজত বা প্রয়োজনের হুকুমও একই। অর্থাৎ, প্রয়োজনের কারণেও এমন অনেক বিষয় বৈধ হয়ে যায়, যা পূর্বে বৈধ ছিল না। যদি প্রয়োজন ব্যাপক হয়, তাহলে হুকুমও ব্যাপক হবে আর যদি প্রয়োজন নির্দিষ্ট হয়, তাহলে হুকুমও নির্দিষ্ট হবে। যেমন, বাই সালাম বৈধ হওয়া। এটি কিয়াস বহির্ভূত। কারণ এখানে পণ্য বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় বৈধ না হওয়ারই কথা। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বৈধ করা হয়েছে। এই বৈধতা ব্যাপকভাবে সবার জন্য সাব্যস্ত হবে, প্রয়োজন ব্যাপক হওয়ার কারণে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নে হাজাহ্‌র প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে হাজাহ্ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রথাগত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে শরীআহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বহু বাস্তবিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে কিছু গৌণ নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করার বিষয় হাজাহ নীতির আলোকে অনুমোদনযোগ্য হয়। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ তুলে ধরা হলো:

- **বাই আস্-সরফে বিলম্বে মুদ্রা হস্তান্তর**

বাই আস-সরফ বা মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষগুলোর জন্য লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা আবশ্যক। কেননা, উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে يدًا بيد (হাতে হাতে) দ্বারা মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্য (counter value) চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে বিনিময় মূল্য দুটোর দখল বুঝে নেয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে (Muslim Nd, 1587)।

কিন্তু বর্তমান আর্থিক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে অসুবিধা ও কার্যক্রমগত সীমাবদ্ধতার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন চুক্তিসম্পাদন বা নিষ্পত্তি তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হয়না। সেজন্য, কোনো কোনো ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান লেনদেনের তারিখের দুই দিন পর 'টি+২' (ট্রানজ্যাকশন ডেট+২) পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে পারে, যেহেতু এটি প্রচলিত বাণিজ্যিক প্রথা হিসেবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়ার শরীআহ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হলো:

বাই আস-সরফ চুক্তির বৈঠক বলতে সেই সময়কালকে বোঝানো হয়, যার মধ্যে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলো চুক্তিতে প্রবেশ করে–এটি ইজাব বা প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়, এরপর অপর পক্ষের কবুল বা প্রস্তাব-গ্রহণের মাধ্যমে উভয় পক্ষ একে অপরের সাথে মুদ্রা বিনিময়ে সম্মত হয় এবং এটি শেষ হয় যখন চুক্তিকারী পক্ষগুলোর বাস্তব (physically) বা পরোক্ষ (constructively) ভাবে পৃথক হয়ে যায় অথবা চুক্তি বাতিলের অধিকার (তাখাইয়ুর) পরিত্যাগ করে। বাই আস-সরফে মুদ্রার বিনিময় অবশ্যই চুক্তির বৈঠকেই সম্পন্ন হতে হবে।

যদি লেনদেনের তারিখের দুই দিন পর মুদ্রা বিনিময় (টি+২) হয়, তাহলে এটি চুক্তির অধিবেশন শেষে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতি (উরফ তিজারি) হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হতে পারে, যা পরিচালনগত সীমাবদ্ধতার কারণে উদ্ভূত হয়েছে। এ ছাড়া অপ্রত্যাশিত বিঘ্নের কারণেও চুক্তির অধিবেশনের পর মুদ্রা হস্তান্তর অনুমোদিত হতে পারে।

- **প্রচলিত নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের ব্যবহার**

আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো দেশের ব্যাংক অন্য একটি দেশের ব্যাংকে বিদেশি মুদ্রায় নস্ট্র হিসাব খুলে থাকে। এই হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো বিদেশে তাদের গ্রাহকদের লেনদেন, আমদানি-রফতানি বিল পরিশোধ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ইত্যাদি সম্পন্ন করে। এই হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর সুদ বা নগণ্য সুদ পাওয়া যেতে পারে। সুদের কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের সাথে নস্ট্র হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে না। তবে অন্য দেশে শরীআহসম্মত নস্ট্র অ্যাকাউন্টের অনুপস্থিতি বা স্বল্পতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জটিলতা কমাতে এবং কঠিন পরিস্থিতি এড়াতে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রচলিত নস্ট্র হিসাব ব্যবহার করতে পারে।

ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (আইএফআই) নিশ্চিত করতে হবে যে, তার তহবিল কেবল শরীআহসম্মত কার্যক্রমের জন্যই ব্যবহৃত হবে। অতএব, নীতিগতভাবে ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (সিএফআই)-এ কোনো প্রকার তহবিল স্থানান্তর অনুমোদিত নয়। কারণ, প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমন ব্যবসা পরিচালনা করে যা শরীআহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে, হাজাহ নীতির ভিত্তিতে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি

হয়, যা আইএফআই-এর জন্য ক্ষতিকর বা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে, তহবিল স্থানান্তর অনুমোদনযোগ্য হতে পারে যদি তা শরীআহসম্মত অবকাঠামোর অভাবে কোনো বাজারে গ্রাহকদের লেনদেন সহজতর করার জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত নস্ট্র অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ বেশিরভাগ দেশে শরীআহ সম্মত নস্ট্র অ্যাকাউন্ট অনুপস্থিত বা খুবই সীমিত।

- **বাই ইসতিসনা**

ইসতিসনা এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, যেখানে কোনো প্রস্তুতকারকের সাথে নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী পণ্য তৈরির জন্য একটি নির্ধারিত মূল্যে চুক্তি করা হয়। এই চুক্তিতে প্রস্তুতকারক নিজের উপকরণ ও প্রচেষ্টা ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে তা সরবরাহ করে। ইসতিসনা এক ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি, কারণ সাধারণ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো চুক্তি সম্পাদনের সময় বিক্রয়ের বিষয়বস্তু বা পণ্য বিদ্যমান থাকতে হবে। কেননা, পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ কাছে না থাকা বস্তু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (Abū Dāwūd Nd, 3504)। কাজেই ইসতিসনা চুক্তির সময় পণ্যের অস্তিত্ব না থাকার কারণে এটি বৈধ না হওয়ারই কথা। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্যায় থেকেই ফকিহগণ ইসতিহসান ও ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে ইসতিসনা চুক্তিকে প্রায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করেছেন।

- **স্টক স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া**

স্টক স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট হাজাহ এর উদাহরণ। বর্তমান ব্যবসায়িক পরিবেশে মুসলিম বিনিয়োগকারীদের জন্য এমন কোনো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে যদি তাদের জন্য শুধুমাত্র ১০০% শরীআহসম্মত কোম্পানি বেছে নেওয়ার বিধান জারি করা হয়। এই সীমাবদ্ধতাগুলো মাথায় রেখে, শরীআহ বিশেষজ্ঞগণ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মানদণ্ড তৈরি করেছেন। যেমন অ্যাওফি (AAOIFI) শরীআহ স্ট্যান্ডার্ডে উল্লেখ করা হয়েছে:

> ‘যেসব কোম্পানির মৌলিক কার্যক্রম বৈধ, কিন্তু তারা সুদের ভিত্তিতে আমানত রাখে অথবা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়, সেসব কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন করা অবৈধ হওয়া থেকে অব্যাহতি প্রদানের দলিল হলো, এতে জটিলতা নিরসন (رفع الحرج) ও সাধারণ প্রয়োজন (الحاجة العامة) পূরণ এবং ব্যাপক প্রয়োজন বা উমুমুল বালওয়ার নীতি বাস্তবায়ন করা; উদ্বৃত্ত ঘাটতি ও আধিক্যের বিধিমালা অনুসরণ করা হয় (AAOIFI 2023, 585)।

- **খেলাপি বিনিয়োগের ওপর জরিমানা আরোপ**

ইসলামী শরীআহর নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগের ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ বৈধ নয়। কারণ এটি রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে কিছু শরীআহ বিশেষজ্ঞ এটির অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, বিলম্বিত পেমেন্টের জন্য জরিমানা না থাকলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, কারণ তারা এই তহবিলের ওপর নির্ভরশীল। আর ক্ষতি দূর করা হলো ইসলামী শরীআহর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এছাড়া, পেমেন্ট বিলম্বিত হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বাড়তি খরচ বহন করতে হয়, যেমন নোটিশ প্রেরণ, আইনি ফি ইত্যাদি। তাই, অসদিচ্ছা, অবহেলা বা দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে পেমেন্ট বিলম্ব করলে ইসলামী ব্যাংক তার তহবিল রক্ষার জন্য দারুরাহ ও হাজাহ নীতির আলোকে বিলম্বিত পেমেন্টের ওপর জরিমানা আরোপের অনুমতি রয়েছে। তবে এই জরিমানা ব্যাংকের নিয়মিত আয়ে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে।

বিখ্যাত ফকিহ আল্লামা তাকি উসমানী খেলাপী বিনিয়োগ আদায়ের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন : ‘যখনই গ্রাহক মুরাবাহা বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করবে তখনই তার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে যে, যদি তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দান করবেন। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, এ অর্থের কোনো অংশ ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সুতরাং, ব্যাংক এ উদ্দেশ্যে একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং এ সকল অর্থ এ খাতে জমা করা হবে; এবং এর সম্পূর্ণ অর্থ শরীআহ কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য খাতেই একান্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য ব্যাংক ইচ্ছা করলে এ দাতব্য তহবিল থেকে বিনা সুদে অভাবী লোকদের ঋণ প্রদান করতে পারে (Usmani 1998, 120)।

দারুরাহ ও হাজাহর পার্থক্য

কখনও কখনও ইসলামী আইনবিদগণ ভাষাগতভাবে নমনীয়তার কারণে ‘হাজাহ’ ও ‘দারুরাহ’ শব্দদ্বয়কে পরস্পর পরিবর্তনশীলভাবে (interchangeably) ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি এমনভাবে ক্ষুধার্ত হন যে তাতে তার জীবন বা শরীরের জন্য ঝুঁকি তৈরি হয় না, তবে তার জন্য নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ নয়। কিন্তু যদি সেই ক্ষুধামৃত্যু বা শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করে, তবে শরীআহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়। এই দুই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ ‘হাজাহ’ বা ‘দারুরাহ’ শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু পারিভাষিকভাবে প্রথমটি ‘হাজাহ’ এবং দ্বিতীয়টি ‘দারুরাহ’। নিচে এই দুটি পরিভাষার মূল পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

বিষয়	দারুরাহ	হাজাহ
প্রভাবের পরিসর	এমন অভাব বা সংকট, যার কারণে সমাজের অধিকাংশ মানুষ বা গোটা সমাজব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	এমন চাহিদা, যার অনুপস্থিতিতে ব্যক্তি বা কিছুসংখ্যক মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়।
প্রয়োজনের স্তর	দারুরাহ এমন পরিস্থিতি, যার ফলে জীবন ও সমাজব্যবস্থা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে।	হাজাহ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কষ্ট ও সংকটকে নির্দেশ করে। এর অনুপস্থিতি জীবনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে না, তবে জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।
নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের সীমা	দারুরাহ্‌র কারণে প্রাথমিক বা মৌলিক নিষেধাজ্ঞাও সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করা যায়। যেমন: হারাম খাদ্য গ্রহণ।	হাজাহ সাধারণত গৌণ বা মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলোর ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করে। যেমন: চিকিৎসা প্রয়োজনে নারীর আওরাহ দেখা।
ছাড়ের প্রকৃতি	দারুরাহ বা বিশেষ হাজাহ থেকে উদ্ভূত রুখসাহ সাময়িক হয়; সংকট কেটে গেলে তা আর প্রযোজ্য থাকে না।	সাধারণ হাজাহ থেকে উদ্ভূত ছাড় স্থায়ী হতে পারে, যদি তা সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ বয়ে আনে।
নির্ধারণের উপায়	দারুরাহ সাধারণত সহজে শনাক্তযোগ্য হয়। যেমন: জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি ইত্যাদি।	নির্দিষ্ট হাজাহ অনেক সময় ইজতিহাদ বা প্রজ্ঞাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
প্রযোজ্যতার সীমা	দারুরাহ ও নির্দিষ্ট হাজাহ্‌র ক্ষেত্রে ছাড় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ থাকে।	সাধারণ হাজাহ্‌র ভিত্তিতে দেওয়া ছাড় সমাজব্যাপী প্রযোজ্য হয় এবং এতে ব্যক্তি বা সময়গত সীমাবদ্ধতা থাকে না।

এই পার্থক্যগুলো শরীআহভিত্তিক আইন প্রয়োগ ও বিধান নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রেও সাময়িক বা শর্তসাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হয়, তখন এই দৃষ্টিভঙ্গি শরীআহর ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক চরিত্রকে তুলে ধরে।

দারুরাহ ও হাজাহ নীতির আশ্রয় গ্রহণের কারণ ও প্রতিকার

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির আশ্রয় গ্রহণের পেছনে কিছু বাস্তব কারণ বিদ্যমান। এসব কারণকে চিহ্নিত করে কার্যকর ও টেকসই সমাধান গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিচে সংশ্লিষ্ট কারণসমূহ এবং তাদের প্রস্তাবিত সমাধান উপস্থাপন করা হলো:

কারণ	বিবরণ	প্রস্তাবিত সমাধান
ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ঝুঁকি ও জটিলতা	মুশারাকা ও মুদারাবার মতো বিনিয়োগপদ্ধতিগুলো পরিচালনা জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় অনেক ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত মডেলের অনুরূপ স্বল্প-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে	প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে এসব পদ্ধতির প্রয়োগ সহজ ও কার্যকর করা
শরীআহসম্মতপর্যাপ্ত প্রোডাক্ট ও সেবার ঘাটতি	বিদ্যমান প্রোডাক্টের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় বিকল্প খুঁজতে গিয়ে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির আশ্রয় নিতে হয়	শরীআহসম্মত, বাস্তব, সহজে অনুশীলনযোগ্য ও আধুনিক বাজার উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন
গ্রাহক চাহিদা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব	প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে শরীআহ নীতিতে সাময়িক ব্যত্যয় ঘটে	গ্রাহক, ব্যাংকার ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে শরীআহভিত্তিক ব্যাংকিং সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও প্রচারমূলক কর্মসূচির প্রসার
তহবিল সংকট ও তারল্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ	শরীআহসম্মত তারল্য ব্যবস্থার অভাবে অনেক সময় সুদের অনুরূপ কাঠামো ব্যবহৃত হয়	তারল্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন–যেমন: সকুক, শরীআহসম্মত বন্ড বা তহবিল গঠন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা ও নীতিগত সমর্থন বৃদ্ধি

দারুরাহ ও হাজাহ নীতির প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন

ইসলামী শরীআহ মানুষের জীবনকে সহজ ও কষ্টমুক্ত করতে চায়। এ লক্ষ্যে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির অনুসরণ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে এসব নীতির প্রয়োগ তখনই বৈধ, যখন তীব্র প্রয়োজন, একান্ত বাধ্যবাধকতা এবং‘উমুমে বালওয়া’ (সর্বব্যাপী সঙ্কট) সুনিশ্চিভাবে প্রমাণিত হয়।

যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দারুরাহ ও হাজাহ অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করা বৈধ, তথাপি এগুলোকে শরীআহর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহ. এ বিষয়ে বলেছেন, অস্থায়ী প্রয়োজন ও বিশেষ পরিস্থিতিতে যেসব বিষয় সাময়িকভাবে বৈধতা লাভ করে, সেগুলোকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করা শরীআহর দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এর পেছনে মূল হিকমত হলো–এমন বৈধতা যখন সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে, তখন তারা সেটিকে স্থায়ীভাবে বৈধ হিসেবে ধরে নেয়। ফলে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা

কঠিন হয়ে পড়ে, এমনকি সম্ভব হলেও তা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো–এই অস্থায়ী ছাড় এবং বিধানকে পাশ কাটানোর হিলা-বাহানা ধীরে ধীরে শরীআহর মূল হুকুমের স্থান দখল করে নেয়; আর মূল হুকুমটি অবহেলিত ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

যেসব লেনদেনের বৈধতা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে সুদের সাদৃশ্য রয়েছে, সেগুলো একান্ত বাধ্যবাধকতায় সীমিতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এসবকে কোটি কোটি টাকা ইনকামের ভিত্তি বানানো এবং বিনিয়োগের নিয়মিত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা কোনোভাবেই শরীআহসম্মত নয়।

সুপারিশমালা

দারুরাহ ও হাজাহ নীতির যথাযথ প্রয়োগ, সীমাবদ্ধতা ও শর্তসমূহ বিবেচনা করে ইসলামী ব্যাংকিংকে আরও শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা যেতে পারে:

এক. শরীআহর মাকাসিদ সংরক্ষণ

- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সকল লেনদেনকে মাকাসিদ আশ-শরীআহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে হবে।
- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রমে মাকাসিদ আশ-শরীআহ সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণসাধন এবং ক্ষতির প্রতিরোধ। এই লক্ষ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীআহর মূল উদ্দেশ্যগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতিটি প্রোডাক্ট, চুক্তি ও সেবা এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে তা ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অনুপম দৃষ্টান্ত হয়। ফলে শরীআহর চেতনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দুই. দারুরাহ ও হাজাহ্র সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ

- ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা কেবল একটি বিকল্প আর্থিক মডেল নয়, বরং এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক ও নৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক।
- দারুরাহ ও হাজাহ নীতির প্রয়োগ ইসলামী ব্যাংকিংকে বাস্তবসম্মত ও টেকসই করতে সহায়ক হলেও এর অপপ্রয়োগ বা অতিরিক্ত ব্যবহার ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।
- এসব নীতি প্রয়োগে শরীআহর মৌল আদর্শের ভিত্তিতে গবেষণা, নিয়ন্ত্রণ ও বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন জরুরি।

- দারুরাহ ও হাজাহ কেবলমাত্র অস্থায়ী ও জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে তা শরীআহর মূলনীতির ব্যত্যয় না ঘটায়
- দারুরাহ ও হাজাহ নীতিকে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে না নিয়ে অস্থায়ী ছাড় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

তিন. ফিকহি নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ

- ইসলামী ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ও সার্ভিস উদ্ভাবনের সময় শরীআহ বোর্ড ও ফিকহ বিশেষজ্ঞদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে।
- দারুরাহ বা হাজাহ্র দোহাই দিয়ে সুদ বা গারার-ভিত্তিক লেনদেনকে বৈধতা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

চার. বিকল্প ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল উন্নয়ন

- ইসলামী ব্যাংকগুলোকে মুশারাকা, মুদারাবা ও ইজারা প্রভৃতির সুদমুক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ ও প্রসারে গুরুত্ব দিতে হবে।
- প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের অনুকরণে নয়, বরং ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে নতুন আর্থিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

পাঁচ. গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান নিয়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।
- গ্রাহক, ব্যাংকার ও নীতিনির্ধারকদের মাঝে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শরীআহ জ্ঞান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসন করে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শরীআহর মৌলিক উদ্দেশ্য ও মাকাসিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব। এতে করে দারুরাহ ও হাজাহ নীতির অপব্যবহার বা অতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই ও গ্রহণযোগ্য ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে।

উপসংহার

আধুনিক বিশ্বে ব্যাংকব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ, মূলধন গঠন, বিনিয়োগও বৈদেশিক লেনদেনে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে প্রচলিত ব্যাংকিং মডেলের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রভাব এখনও সীমিত। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে কখনো কখনো দারুরাহ ও হাজাহ্র মতো শরীআহর মূলনীতিগুলোর আশ্রয় নিতে হয়।

তবে শরীআহর এসব গৌণ বিধানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে শরীআহর মৌলিক বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মৌলিক দর্শন ও লক্ষ্যভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়নের ওপর অধিক মনোনিবেশ করা উচিত। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি–যেমন সুদমুক্ত লেনদেন, ন্যায্য বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রমে প্রতিফলিত করতে হবে। এভাবে ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামের অর্থনৈতিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

Bibliography

al-Qur’ān al-Karīm

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2023. *Shari’ah Standards (Bangla Version).* Central Board For Islamic Banks Of Bangladesh

Āl Būrnū, Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1996. *al-Wajīz Fī Iīḍāḥ Qawā‘id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī. ND. *Sunan Abī dāwūd*. Edited by: Muḥammad Muḥyi al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah

al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah. 1422H. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by: Muḥammad Zuhair b. Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh

al-Tamīmī, Ṣāliḥ Ibn Muqbil Ibn ‘Abd Allāh al-‘Uṣaymī. 1426H. *al-Asham al-Mukhtalaṭah*. Riyad: Markaz Madār al-Muslim

al-Qarḍāwī, Yūsuf. 1994. *Fawāid al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*. Cairo: Dār al-Ṣaḥwah

al-Shāṭibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lakhmī. 1997. *al-Muwāfaqāt.* Edited by: Ibn Ḥasan Āl Salmān. Egypt: Dār Ibn ‘Affān

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. 1990. *al-Ashbāh wa al-Naẓāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

al-Zuḥaylī, Wahbah. 1985. *Naẓriyyah al-Ḍarūrah al-Shar‘iyyah Muqāranah ma‘ al-Qānn al-Waḍ‘ī.* Beirut: Mu’assasah al-Risālah

- 2006. *al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣarah*. Damascus: Dār al-Fikr

Chattha, Jamshaid Anwar, and Wan Norhaziki Wan Abdul Halim. 2014. *Strengthening the Financial Safety Net: The Role of Sharī‘ah-Compliant Lender-of-Last-Resort (SLOLR) Facilities as an Emergency Financing Mechanism*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Ibn Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibn Muḥammad al-Shaybānī. 2001. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by: Shu‘Aib al-Arnaūṭ & others. Beirut: Mu’assasah al-Risālah

Ibn Mubārak, Jamīl Muḥammad. 1988. *Naẓriyyah al-Ḍarūrah al-Shar‘iyyah Ḥudūduhā wa Ḍawābiṭuhā*. Dār al-Wafā

Ibn Nujaim, Zayn al-Dīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. 1999. *al-Ashbāh wa al-Naẓāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. 2011. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Jordan: Dār al-Nafāis

Laldin, Mohamad Akram, Said Bouheraoua, Riaz Ansary, Mohamed Fairooz Abdul Khir, Mohammad Mahbubi Ali, and Madaa Munjid Mustafa. 2020. *Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.

Muslim, Abū al-Ḥasan Ibn al-Ḥajjāj al-Qusahyrī. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited By: Muḥammad Fuwād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Usmani, Muhammad Taqi. 1998. *An Introduction to Islamic Finance.* Karachi: Idaratul Ma'arif